PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT
রিভেঞ্জ ফর মাই সিস্টার
(Revenge For My Sister)
পিন্টু পাল

Revenge For My Sister (রিভেঞ্জ ফর মাই সিস্টার)

-

Author: Dipto Das

-

Disclaimer: The owner of both the PDF version and the Facebook version of this story is "Dipto Das (Author)." This story cannot be copied and published on Facebook or anywhere else.

- To read each episode of the story separately, Scan the Qr code:-

Thank you....

~Dipto Das (Author)

১.

'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ। হ্যাপি বার্থ ডে, ডিয়ার "সামিয়া"। হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ..।'
সামিয়া কেকটা কেটে, তাঁর বড় ভাইয়ের মুখে দিল। এতক্ষণ, তাঁর বড় ভাই তার জন্মদিনের জন্য গান গাচ্ছিল। তাঁর বড় ভাই 'রিশাদ' - কে কেক খাওয়ানোর পর, রিশাদ সেই কেকের পিস থেকে ১ চিমটি কেক ভালোবাসা হিসেবে তার বোনকে খাইয়ে দিলো।

'রিশাদ হোসেন' একজন ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের বড় অফিসার (বয়স: ৩৮)। ডিপার্টমেন্টে তাঁর অনেক সুখ্যাতি রয়েছে। অপরাধীদের জম সে। অপরাধীরা তাঁর ভয়ে কাঁপে।

অন্যদিকে, তার বোনের নাম 'সামিয়া হোসেন' (বয়স: ১৮)। সে আগামীকাল তাঁর প্রথম কলেজে ভর্তি হবে। আজ সে তাঁর জন্মদিন পালন করলো। তাঁর ভাই তাঁকে উপহার হিসেবে বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের পাচাঁলি' উপন্যাসটা দিল। সামিয়া আবার একটু বইপ্রেমী। কয়েকদিন ধরেই সে তার ভাইকে জ্বালাচ্ছিল এই উপন্যাসটা কিনে দেওয়ার জন্য। অবশেষে, সে এটা পেলো; তাও তাঁর জন্মদিনের দিন।

তাঁর খুশির আর অন্ত থাকে না। সে বলল, "ভাইয়া, অবশেষে এটা কিনে দিলি আমায়? এটার জন্য আমি কতো অপেক্ষা করেছিলাম।"
"তোর জন্য দিবো না-তো, আর কার জন্য দিবো?"
সামিয়া এরপর তাঁর ভাইকে জড়িয়ে

ধরে। রিশাদ তার বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।
মা-বাবা হা'রা তারা। তাঁর বাবা-ও ছিল, ইন্টালিজেন্স ডিপার্টমেন্টের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। রিশাদ ছোটবেলা থেকেই তার বাবার মতো হতে চেয়েছিলো। কিন্তু, একদিন তাঁর বাবা ও তাঁর মা, তাঁর নানাবাড়ি থেকে আসার পথে সড়ক দু'র্ঘটনায় প্রাণ হা'রান।

সেই থেকে তাঁরা দুজন এ'তিম হয়ে গেলো। তখন, সামিয়ার বয়স ছিল মাত্র ৪ মাস। রিশাদ তখন থেকে তাঁকে নিজের বোনের চেয়েও, নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসে। তাই জন্য সে কোনো দিন-ও বিয়ে করে নি। রিশাদের এতো বড় বিলাসবহুল বাড়ি আছে, তবুও সামিয়া সাদামাটাভাবে চলতে পছন্দ করে। যাই হোক, তাঁরা এরপর

খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন কলেজে যায় সামিয়া। কলেজের ক্যাম্পাসটা তাঁর মনোরম লাগতে লাগলো। কলেজের গেট পেরিয়ে যখন সে প্রবেশ করতে লাগলো, তখন সেখানে একজন ছেলে সামিয়ার পথ আ'টকালো। ছেলেটার নাম "জিহাদ"। সে বলল, "কী মামুণি? কলেজে নতুন নাকি? হুমম?"
সামিয়া জবাব দিলো, "আপনি কে? আর এরকম অ'সভ্যের মতো কথা বলছেন কেন?"
"প্রথম দিন এসেই এতো দেমাগ দেখাচ্ছো।"
"আপনার এই আচরণ আগে ঠিক করুন।"
"আমার আচরণ কেমন হবে না হবে, সেটা কী তুমি বুঝিয়ে দিবে নাকি?"

এরপর আরও দুজন আসলো পিছন থেকে। একজনের নাম, "রুবেল"। আরেকজনের নাম, "সোহান"। তখন, রুবেল-জিহাদকে বলল, "কি হইছেরে ভাইয়া?"
"আরে দেখ, এই নতুন মাইয়াডা প্রথম দিন আইসা বেশি হ্যা'ডম দেখাইতেছে।"
এরপর জিহাদ সামিয়াকে বলল, "এই যে মামুণি, দেখো আমরা ৩ ভাই। আমি সবার বড়। তুমি বেশি হ্যা'ডম দেখাবা না।
সামিয়া বলল, "আপনার ভাষা এতো খারাপ কেন? মেয়েরা যে মা সমান, আপনারা কী বুঝেন না?"

এরপর সোহান সামিয়ার ওড়নার আঁচল ধ'রলো। আর বলল, "এই মেয়ে বেশি কথা বলবা না। তাহলে, প্রথম দিন

তোমার এমন অবস্থা করে দেবো যে, আর কোনোদিন-ও কাউকে নিজের মুখ দেখাতে পারবে না।"
সামিয়া তখন "ছাড়ুন,ছাড়ুন" বলে আর্তনাদ করতে লাগলো। তখনই কেউ একজন সোহানের গালে ক'শিয়ে একটা থা'প্পর মা'রলো। সোহান তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সামিয়া দেখলো তার ভাই "রিশাদ" সেখানে। এরপর রুবেল রিশাদকে মা'রতে যায়। রিশাদ তাকে একটা পাঞ্চ মা'রে। এরপর, জিহাদ-ও তাঁকে মা'রতে যায়। রিশাদ তাকে কনুই দিয়ে বুকে আ'ঘা'ত করে। জিহাদ বুকে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে।

এরপর, রিশাদ তাদের ৩ জন কেই উদ্দেশ্য করে বলে, "কী? কলেজে এসে ইভ'টিজিং করা? হুমম? তোমাদেরকে মা'রতে আমার ইচ্ছা করেনি। কিন্তু, তুমি

(সোহানকে উদ্দেশ্য করে) যখন আমার বোনের আঁচল ধরে টান দিলে তখন আমার মাথা বেঠিক হয়ে গিয়েছিলো। আর কোনোদিনও কোনো মেয়েকে ইভ'টিজিং করবে? (চিৎকার দিয়ে) বলো!!"

তাঁরা ৩ জন "না না" বলল। তবে, তাঁদের মনে অসম্ভব রাগ ছিল। কিছুক্ষণ পর, ক্লাস শুরুর ঘন্টা দিল। সব শিক্ষার্থী রিশাদের ঘটনাস্থলে ছিল, ঘন্টা পরার সাথে সাথে সবাই ক্লাসে যেতে লাগলো। এরপর রিশাদ, সামিয়াকে বলল, "সামিয়া, আমি গেলাম। আর কোনো সমস্যা হলে, স্যারদের দিয়ে একটা ফোন দিবি ভাইয়াকে। ক্লাস শেষে, আমি তোকে বাসায় নিয়ে যাবো। ওকে?"
"ওকে, ভাইয়া।"
এরপর রিশাদ অফিস চলে গেল ও

সামিয়া ক্লাসে।

২.

ওই ঘটনার পর সামিয়া নির্ভয়ে কলেজে যাতায়াত করতে লাগলো। পহেলা বৈশাখ আসবে হয়তো আর ৩ দিন। সামিয়ার কলেজে প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এবারের হলরুম ডেকোরেশনের জন্য দায়িত্ব পড়ে সামিয়াদের ডিপার্টমেন্টের উপর।
১২ তারিখ—
রাত্রে রিশাদ আর সামিয়া ডিনার করছিল। তখন সামিয়া বলল, "ভাইয়া পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে কলেজে একটা অনুষ্ঠান হবে। তো, এবারের পুরো হলরুম ডেকোরেশনের দায়িত্বটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের উপর।"

"ঠিক আছে। তো কি হয়েছে?"
"ভাইয়া, আমাকে ডেকোরেশন করার জন্য বিকেল ৫:০০ - রাত ৯:৩০ পর্যন্ত কলেজে থাকতে হবে।
"কি বলিস কি? এতো রাত পর্যন্ত? তোর যাওয়া লাগবে না।"
"না ভাইয়া। আমি নতুন শিক্ষার্থী এই কলেজে। এই ডেকোরেশনের মাধ্যমে যদি আমার নতুন বন্ধু-বান্ধবী হয়, তাহলে তো ভালো হয়।"
"কিন্তু, আজকালকার দিন ভালো না।"
"ভাইয়া, আমি একটু যেতে চাই; প্লিজ..!"
"ঠিক আছে। যাস। তবে, আমি তোর সাথে যাবো এবং বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো। ওকে?
"ওকে, ওকে। থ্যাংস ভাইয়া।"
"হয়েছে। এবার খা তো।"

এরপর, সে পরদিন, রিশাদ হাফ টাইমে ছুটি নিয়ে চলে। বিকেলের দিকে সে আর সামিয়া চলে যায় কলেজে। সেখানে সামিয়া কলেজে ঢুকে যায় আর রিশাদ পাশের একটা টংয়ের দোকানে চা খেতে থাকে। হল ডেকোরেশন করতে করতে প্রায় রাত ৯:৩০ বেজে গিয়েছিল। ওদিকে, রিশাদের সাথে তাঁর এক বন্ধুর দেখা হয়েছিল; তাঁর সাথে সে কথা বলছে। ওদিকে অনেক রাত হওয়ায়, কলেজে খাবার আনতে বলা হয় রুবেলকে। রুবেল সবার জন্য আলুর চপ কিনতে যায়। সে দেখে, বাহিরে রিশাদ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখে সে অনেকটা ঘাবড়ে যায়; ভাবে, রিশাদ যেন তাঁকে না দেখে। রিশাদ-ও তাঁকে দেখনি। সে চপ আনার আগে, ফার্মেসিতে গিয়ে একটা ঘুমের ঔষধ কিনে নেয়।

এরপর, সে আলুর চপ কিনতে যায়। এরপর, সে জিহাদকে কল দিয়ে বলে, "ভাইয়া, শা*লার রিশাদে দাঁড়ায়া আছে গেটের সামনে। তুই ক্যাম্পাসের ভিতরে দাঁড়া। আমি আসতেছি।" এরপর, রুবেল আসলো ও একটা নির্দিষ্ট চপে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিলো। তারপর, রুবেল ভিতরে চলে গেল। ভিতরে যেতেই স্যাররা বলল, "রুবেল, তুমি চপগুলো সবাইকে ভাগ করে দাও।" এরপর, সে সবাইকে চপ ভাগ করে দিল ও সামিয়াকে সে ওই ঔষধ মেশানো চপটা দিল।

চপটা খাওয়ার পর, তার মাথা ঘুরছিল। এরপর, সে বাথরুমে যেতে লাগলো। সেখানে ৩ টা লেডিস টয়লেট ছিল। ৩টা তেই তাঁরা ৩ জন আগে থেকে লুকিয়ে ছিল। সামিয়া ২য় বাথরুমটাতে ঢুকলো।

দরজা খুলতেই সে জিহাদকে দেখতে পায়। যখনই সে কিছু বলতে যাবে—তখনই সোহান পিছন থেকে ক্লোরোফর্ম দেওয়া রুমাল দিয়ে সামিয়ার মুখে চা'প দিয়ে, তাঁকে অ'জ্ঞান করিয়ে দেয়।

৩.

এরপর, সামিয়াকে টেনে-হি'চড়ে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে প্রায় ৯:৩০ বেজে গেছে। একে একে সকল শিক্ষার্থী হল থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো। রিশাদ-ও এবার গেটের বাইরে দাঁড়ালো সামিয়ার জন্য। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো, কিন্তু, সামিয়া আসলো না। একজন মেয়েকে সে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, সামিয়াকে দেখেছিলে?"

মেয়েটা বলল, "ও তো বলেছিল, ও বাথরুমে যাবে। দেখেন গিয়ে।"

এরপর আরো ১০ মিনিট রিশাদ অপেক্ষা করলো, তারপরেও সামিয়া আসলো না। তাই রিশাদ বাথরুমের দিকে গেল, সেখানেও সামিয়া নেই। সে সামিয়াকে ডাকতে লাগলো, কিন্তু, তাঁর কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিছুক্ষণ পর, তাঁর ফোনের হোয়াটসঅ্যাপে একটা Unknown নাম্বার থেকে মেসেজ আসলো। রিশাদ দেখলো, সেখানে একটা ভিডিও আছে। ভিডিওটা প্লে করে যা দেখলো, তা দেখে তাঁর পা থেকে মাটি স'রে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেল। সে দেখলো, সামিয়া সম্পূর্ণ ন/গ্ন আছে আর তাঁর হাত-পা বাঁধা। এটা দেখে জিহাদ, রুবেল ও সোহান হা'সছে। সেখানে সোহান রিশাদকে উদ্দেশ্য করে

বলল, "কিরে শা*লা? আমাগোরে ওইদিন মা'ইরা অনেক ম'জা পাইছিলি না? আজকে সেই মজার প্রতি'শোধ নিমু আমরা। আমগোরে পুরা ক্যাম্পাসের সামনে অপ-মান করছিলি না? আইজকা, তোর থেকে তোর সোনার টুকরা বোনরে কা-ইরা নিমু। দেখি তোর কেমন লাগে।" এটা বলে তাঁরা হাসতে-হাসতে ভিডিওটা শেষ করলো।

এটা দেখে রিশাদ কয়েক কদম পিছনে চলে গেল। আর দেয়ালের সাথে ধা'ক্কা খে'লো। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে এবার তাঁর বোনকে খোঁজার চেষ্টা করলো। ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেকগুলো বেঞ্চের ভা'ঙা কাঠ দেখলো সে। এরপর সে দপ্তরিকে জিজ্ঞেস করলো, এরকম কোনো জায়গা আছে কি-না, যেখানে

অনেক বেঞ্চের ভা'ঙা অংশ আছে? সে বলল, তাঁদের কলেজের স্টোর রুমে এগুলো আছে। এরপর রিশাদ স্টোর রুমের দিকে যেতে লাগলো। সেখানে দেখলো, স্টোর রুমের দরজা খোলা।

সে খুলে দেখলো, সামিয়াকে তাঁরা অ/র্ধ/ন/গ্ন করে রেখে দিয়েছে। তার বাম চোখটি উ-পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর সারা শরীরে আঁচ'ড়ের দা'গ। তাঁর শরীরের অনেক জায়গা কাল'চে হয়ে গেছে। মনে হয়, তাঁকে ভারি কিছু দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আ'ঘা'ত করা হয়েছিল। তাঁর শরীরটা নিথর হয়ে গেছে। রিশাদ এটা দেখে, হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ে। যেই বোনকে সে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে, আজকে তাঁর কলিজার টুকরো বোনকে কেউ এভাবে মা'রলো।

সে এরপর বলল, "আল্লাহ, তুমি আমার বোনকে আমার থেকে কে'ড়ে নিলে কেন, আল্লাহ? আমি সাড়া জীবন তোমার এবাদত করেছি, আমার বোন-ও তোমাকে এবাদত করেছে—তুমি কেন আমার থেকে ছি'নিয়ে নিয়েছ, আল্লাহ?" সে এরপর তাঁর বোনকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

প্রায় ৩০ মিনিট পর পুলিশ আসলো আর সামিয়ার লা-শ নিয়ে গেল ময়নাতদন্তের জন্য। পুলিশ ইন্সপেক্টর, রিশাদকে ডাকতে লাগলো "রিশাদ স্যার, রিশাদ স্যার" বলে। রিশাদের অনেকক্ষণ পর হুশ ফিরলো। এরপর, সে রিশাদকে জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, আমাদের মনে হয়, এই মা/র্ডা/রটা হয়েছে প্রায় ১ ঘন্টার মতো হয়েছে। আপনি কী কাউকে সন্দে'হ করেন?"

"সন্দেহ না। আমি নিশ্চিত দিয়ে বলতে পারি।"
"কে/কারা, বলতে পারবেন?"
রিশাদ এরপর জিহাদ, সোহান ও রুবেলের নাম বলল। ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলো, "আপনার কাছে কী কোনো প্রমাণ আছে? যে এটা ওরাই করেছে?"

রিশাদ বলল, "ওরা আমার হোয়াটসঅ্যাপে একটা ভিডিও পাঠিয়েছিলো। দাঁড়ান, আমি দেখাচ্ছি।"
রিশাদ হোয়াটসঅ্যাপ ওপেন করে দেখলো, মেসেজটা উধাও হয়ে গিয়েছে। মানে, রিশাদ মেসেজটা সিন করার কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁরা মেসেজটা রিমুভ করে দিয়েছে। আর হোয়াটসঅ্যাপের যেনো কোনো ছবি, ভিডিও যেনো ফোনে অটোমেটিক সেভ

না হয়, সেটার সেটিংস করে রেখেছিল রিশাদ। যার ফলে, সেই ভিডিওটা সেভ হয়নি। আর, সে সেভ করতেও ভুলে গেছে। সে অফিসারকে বলল, "আরে মেসেজটা-তো এখানেই ছিল। বিশ্বাস করুন।"

"কোথায় মেসেজ?"

"মানে, মেসেজটা রিমুভ করে দিয়েছে ওরা।"

"দেখুন, এখানে যেহেতু আমরা কোনো প্রমাণ পাইনি, তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে—ওরাই এই কাজটা করেছে?"

কিছুক্ষণ পর, পুলিশের সাথে রিশাদ গেল থানায়। পুলিশ কিছুক্ষণ পর জিহাদ, সোহান ও রুবেলকে নিয়ে আসে থানায়। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে প্রমাণ হয় যে, তাঁরা এসব

কিছুই করে নি। তারা যখন রুম থেকে বের হচ্ছিল, তখন তাঁরা রিশাদকে দেখে হা'সছিল। রিশাদ রেগে গিয়ে জিহাদের কলার ধ'রে টান দিতে লাগলো। তাদের মধ্যে প্রায় ধস্তাধস্তি হচ্ছিল। পুলিশ তাদের দুইজনকে থামালো। এরপর, পুলিশ ইন্সপেক্টর বলল, "আপনি এখন বাড়িতে যান। কোনো প্রয়োজন হলে, আমি আপনাকে কল করে দিবো।"
"ঠিক আছে।"

এরপর, রিশাদ গাড়ি করে বাড়িতে চলে গেল। বাড়িতে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করলো। আজকে বাড়িটা কেমন যেন একা একা হয়ে গেল। তাঁর চোখ এখনো সামান্য ভেজা। চোখের সামনে সে দেখলো, সামিয়া সোফায় বসে নেইলপালিশ করছে। সে লাল রংয়ের নেইলপালিশ করছে পায়ের আঙুলের

নখে। সে রিশাদকে দেখতেই বলল, "দেখোতো ভাইয়া কেমন হয়েছে?" "তোরটা সুন্দর না হয়ে পারে?" কিন্তু, একটু পরে সে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল রিশাদের ভ্রম। এরপর, সে সোফাতে বসলো। পা থেকে জুতোটা ছেড়ে পা উঠিয়ে শুয়ে পরলো সে। দুচোখে দিয়ে অশ্রু বের হচ্ছে।

সকালে ঘুম ভাঙলো ফোনের রিংটোনের শব্দে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, সে নিজেও টের পাই নি। ফোনটা এসেছে ম/র্গ থেকে। একজন ফোন করে বলল, "আপনার বোনের ডে/ড/ব/ডিটা নিয়ে যান। রিশাদ ম/র্গে গেল। সামিয়ার লা-শটা নিয়ে আসা হলো। সাথে আসলো একজন ডাক্তার। সামিয়ার লা-শ পাশে রেখে, ডাক্তার বললেন, "যদিও আমি যা বলবো, তা শুনতে ক'ষ্ট

হবে; তবে, আপনাকে শুনতে হবে। ভিকটিমকে প্রায় ৩-৪ বার ধ/র্ষ/ন করা হয়েছে। আর, শরীরে প্রায় ৩০ টার মগো কাম-ড়ের দা'গ পাওয়া গেছে। আর কোনো সূঁ'চালো বেঁকানো জিনিস দিয়ে ভিকটিমের চোখ উপ-ড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভিকটিমকে প্রায় অনেকক্ষণ যাবত, কোনো ভারি কিছু দিয়ে সারা শরীরে আ'ঘা'ত করা হয়েছিল। যার ফলে, ইন্টারনাল ব্লি-ডিং হয় ও সে মা'রা যায়।"
এরপর, রিশাদকে, ডাক্তার রিপোর্ট কার্ডটা দিল। রিশাদ কার্ডটা নিলো ও সামিয়াকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

সামিয়াকে ক'বর দেওয়ার পর, রিশাদ বাড়িতে ফিরলো। আজকে সামিয়া ছাড়া পুরো বাড়িটা শূণ্য হয়ে গেছে। সামিয়ার রুমে অনেকদিন যাবত ঢোকা হয় নি

তাঁর। মেয়েটা খুব যত্নশীল ছিল। সব কিছু তাঁর পরিপাটি করে রাখতে হবে। সেইদিন বিকেলে কলেজে যাওয়ার আগে সে সবকিছু গুছিয়ে গিয়েছিল। সামিয়া কী আর জানতো, যে এটাই তাঁর শেষ গোছানো হবে? "পথের পাঁচালী" উপন্যাসটা পড়ার টেবিলের ওপর গোছানো ছিল। খুলে দেখলো, বুকমার্কটা ৩০ম পৃষ্ঠায় রয়েছে। মানে, সে মাত্র ৩০ টা পৃষ্ঠা পড়েছিল। এখনো অনেক বাকি ছিল। সেগুলো পড়ার মানুষটাই তো এখন আর নেই। এরপর, বেডের পাশের টেবিলে তাঁর একটা ছবি ছিল। রিশাদ বেডে বসে, সেই ছবিটা বুকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে লাগলো।

৪.

১ সপ্তাহ পর,

রিশাদ গদগদ করে অফিসে আসলো। আসার সাথে সাথে সামিয়ার ধ/র্ষ/ন ও হ-ত্যা নিয়ে ডায়েরি করলো। এরপর, নিজের চেম্বারে গিয়ে বসলো। কিছুক্ষণ পর, একজন জুনিয়র অফিসার আসলো। আর বলল, "May i coming sir? (আমি কি আসতে পারি, স্যার?)"
"হুম, এসো।"
"স্যার, ইমরান স্যার (সিনিয়র অফিসার) এসেছেন।"
"কখন?"
"এই মাত্র।"
"দাঁড়াও, আমি আসছি।"

এরপর, রিশাদ এসে দেখলো, ইমরান স্যার পাশের একটা রুমে আছে। রুমে প্রবেশ করে রিশাদ, তাঁকে দেখে স্যালুট দিলো। তিনি বললেন, "বসো।" রিশাদ সামনের একটা সোফাতে বসলো।

ইমরান স্যার বললেন, "কেমন আছো? ওহ্, জানি তুমি ভালো নেই। ঘটনাটা জেনে, আমারও খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু, কিছুক্ষণ আগে জানতে পারলাম; তুমি নাকি ডায়েরি করেছ?"
"জ্বী স্যার।"
"এই ঝামেলা কী দরকার? দাঁড়াও।"
এরপর, তিনি তাঁর পকেট থেকে কয়েকটা টাকার বান্ডিল বের করলেন। তিনি বললেন, "এই নেও, তোমার জন্য এই উপহার। আরও লাগলে বলবে। তবে, মুখটা বন্ধ রাখবে।"

"আপনি কী আমাকে ঘু'ষ দিচ্ছেন?"
"ঘু'ষ কিসের? এটাতো তোমার উপহার।"
"তাহলে আপনিও একজন করাপ্টেড অফিসার।"
"মুখ সামলে কথা বলো, রিশাদ।

(সামান্য রেগে)"
এরপর রিশাদ দাঁড়ালো, আর বলল, "আপনার মতো করাপ্টেড লোক আমাদের ডিপার্টমেন্টে আছে জানলে, আমি নিজে আপনাকে এনকা'উন্টার করে দিতাম। আমার বাবা, যিনি কিনা দিনও করাপ্টেড হননি; আমি তাঁর ছেলে হয়ে, এই কাজ করবো—আপনি কিভাবে ভাবতে পারলেন, মিস্টার ইমরান চৌধুরী?"
এরপর, ইমরান স্যার রেগে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "কিহ্, তোমার এতো বড় সাহস? আমার নাম ধরে ডাকলে। তোমাকে আমি এখনি সাসপেন্ড করে দিতে পারি।"
"এই করাপ্টেড ডিপার্টমেন্টে, আমি নিজেও থাকবো না। আমি এখনি Resignation letter দিয়ে চলে যাবো। দাঁড়ানআপনি কিছুক্ষণ।"

এতক্ষণে, ঝ'গড়ার শব্দ শুনে রুমের বাহিরে অনেকে ভিড় করেছিল। সে সবার ভিড় উপেক্ষা করে, চলে গিয়েছিল নিজের চেম্বারে। সেখানে সে একটা কাগজে Resignation letter লিখলো ও তারপর, তাঁর সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস গোছালো। এরপর, সেই Resignation letter সে ইমরান স্যারের কাছে দিয়ে চলে গেল বাসায়। বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলো সে। এতক্ষণে, কা'জের বুয়া এসে বাড়ির সব কাজ করে দিয়েছে ও রান্নাটাও করে দিয়েছে। সে খাবারটা বাড়লো। যখনই, সে খাবারে হাত দিতে যাবে, তখনই দরজায় কলিং বেলের শব্দ আসলো।

এরপর, সে দরজা খুলল। দেখলো, কিছু গু'ন্ডা বাইরে আছে। কিছু বোঝার

আগেই, দুজন গু'ন্ডা রিশাদের দুটো হাত ধরলো। এরপর, কয়েকজন গু'ন্ডা তাঁকে বা'জেভাবে মা'রতে লাগলো। মা'রতে-মা'রতে, কিছুক্ষণ পর তাঁকে ফ্লোরে ফেলে চলে গেল। রিশাদ, অনেক্ষণ ফ্লোরে প'রে ছিল। অনেক্ষণ পর, তাঁর ব্যা'থা কমতে লাগলো। এরপর, সে কোনো রকমে ডাইনিং টেবিলের গিয়ে ভাত খেলো। এরপর, সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনোরকমে বেডরুমে আসলো। এসে একটা ব্যা'থা কমার ঔষধ খেয়ে ঘুমিয়ে পরলো। কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই। উঠে বুঝলো, তাঁর ব্যা'থাটা একটু কমেছে।

রিশাদ মনে মনে বলল, "যেই আইনকে আমি সম্মান করতাম, সেই আইনের কাছে আমি সহায়তা চেয়েছিলাম। কিন্তু,

সেই আইন-ই আমাকে ঠ'কিয়ে দিলো। না, না, না। ঠ'কাইনি, আইনকে আমার কাছে ঠ'কিয়ে দিয়েছে আইনের কিছু দা'লালরা। যেহেতু আইন আমাকে সাহায্য করতে পারে নি, তাই আমি নিজের পথ নিজেই বেছে নিবো। আমি-ই প্রতি'শোধ নিবো, আমার বোনের। আমি-ই শা'স্তি দিবো ওই ধ/র্ষ/কদের।"

এরপর, সে ফেসবুকে ওদের ৩ জনের নাম সার্চ দিয়ে, তাদের ৩ জনেরই আইডি পেলো। রুবেলের আইডিতে ওদের ৩ ভাইয়ের একসাথে ছবি ছিল। সে সেটা সেভ করে নিল। এরপর, সে তাঁর ইনফরমার 'সাইফুল'-কে কল করলো।
কল করে বলল, "হ্যালো সাইফুল? কেমন আছিস?"

"স্যার ভালো আছি। আপনি?"
"ভালো।"
"আমি সামিয়া ম্যাডামের সম্পর্কে সব শুনেছিলাম। খুব খারাপ লাগলো আমার। আর শুনেছি নাকি, আপনি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন?"
"হুম।"
"কেন স্যার?"
এরপর, রিশাদ, সাইফুলকে সবকিছু বলল। তারপর, বলল, "আজকে যেই কাজটা তোকে দেবো, ধরতে পারিস সেটাই তোর শেষ কাজ। কারণ, তারপর আমাদের কোথায় দেখা হবে, জানি না।"
"কী কাজ স্যার? বলুন।"
"তোর হোয়াটসঅ্যাপে একটা ছবি পাঠিয়েছি ৩ জনের। আর তাদের নামগুলো লিখে দিয়েছি। তুই শুধু খুঁজে বের কর,—এরা প্রতিদিন কোন কোন সময়ে, কি কি করে? আর কোথায়

থাকে? ১ সপ্তাহের সব খবর দিবি।
বুঝেছিস?
"জ্বী স্যার। আসসালামু আলাইকুম।"
"ওয়ালাইকুম সালাম।"

১ সপ্তাহ পর,
হঠাৎ, একদিন সাইফুল কল করলো। কল করে সে তাঁদের সবকিছু বলল। কিন্তু, এখানে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো—তাঁরা ৩ ভাই হওয়ার সত্ত্বেও, আলাদা আলাদা জায়গায় থাকে। তে, সাইফুল তাঁদের প্রত্যেকের ঠিকানা দিয়ে দেয় রিশাদকে। এরপর, রিশাদ শুরু করলো তাঁর প্রতিশোধের খেলা।

১২ দিন পর, [সন্ধ্যায়]
মাত্র রুবেল তাঁর বাসায় ফিরলো। বাইরে থেকে কিছু সন্ধ্যার নাস্তা কিনেছিল। বাসায় ঢুকে নাস্তাটা বের করে যখন সে

খেতে যাচ্ছিল। তখনই কারোর দরজা টোকার শব্দ পায়। দরজা খুলে দেখলো একজন মাস্ক পরা ডেলিভারি বয় সেখানে। রুবেল বলল, "আমি তো কোনো কিছু অর্ডার দেই নি। তাহলে..?" কথাটা বলার সাথে সাথে ডেলিভারি বয়টা তাঁর মুখে কিছু একটা স্প্রে করলো ও অ'জ্ঞান করে দিলো। আসলে ডেলিভারি বয়টা ছিল রিশাদ। সে এরপর, রুবেলকে ধরে একজায়গায় বসালো। ভিতরে গিয়ে দেখলো, কেউ আবার ঘরে আছে কিনা। ফিরে আসার সময় একটা ছবি দেখে রিশাদ সামান্য মুচকি হাসি দিলো।

৫.

(**Warning:** এই পর্বে ও শেষ পর্বে [৬ষ্ঠ] ভায়ো'লেন্স হবে। হৃদয়বিদারক-ও হতে

পারে। তাই যাদের দূর্বল হৃদয়, তাঁরা এটা থেকে বিরত থাকুন।)

রুবেল চোখ খুলে দেখলো, সে একটা পরিত্যাক্ত ভবনে আছে। ভবনটার মধ্যে ইট-বালুতে ভরা। মনে হয়—এটার কাজ চলমান ছিল, তবে কোনো একসময় এটার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। রুবেলের হাত-পা বাঁ'ধা ছিল। এরপর, রিশাদ একটা ফরমাল ড্রেস পরে আসলো আর তাঁর হাতে হ্যান্ড গ্লাভস পরা। রিশাদকে দেখে রুবেল বলল, "কি চাস তু'ই আমার থেকে? মা'রবি আমাকে?"
"হুম, মা'রবো। তাই তো ভালো করে সেজেগুজে এসেছি, তোকে জাহা'ন্নামে পাঠাবো হবে তো।"
এরপর, সে একটা chainsaw চালু করলো। এরপর, সেটা দিয়ে রুবেলের

বাম হাতটা কে'টে দেয়। রুবেল ভয়'ঙ্করভাবে চিৎকার দিতে থাকে। রিশাদ বলল, "এই চুপ! বেশি কথা বললে একটানেই মে'রে ফেলবো। শা-লা, কু*ত্তা*র*বা*চ্চা।"

কিন্তু, রুবেল তারপরেও বকবক করতে থাকলো। এবার রিশাদের মাথা গ'রম হয়ে উঠলো। এবার সে chainsaw টা আবার চালু করলো ও রুবেলের পেট বরাবর চালালো। পেট কে'টে নাড়ি'ভুঁড়ি বে'র হয়ে চারিদিকে র'ক্তপাত হলো। রিশাদের চোখে-মুখে, ব্লেজার, শার্টে র'ক্ত ছিটকে পরলো। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সে কোনো হিং'স্র প-শু হয়ে গেছে। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত হাসি। রুবেলের লাশটা এরপর, সে বিল্ডিং থেকে নিচে ফেলে দিলো ও সে বিল্ডিংয়ের পিছন দিয়ে চলে গেলো।

পরদিন সকালে একজন ঝাড়ুদার, ঝাড়ু দিতে-দিতে এই লা'শটা দেখে আঁতকে উঠলো ও পিছনে পরে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পুলিশ হাজির। পুলিশের কিছু সদস্যরাও লা'শটা দেখে ব'মি করে ফেলল। চারিদিকে লা'শের প'চে যাওয়া গন্ধ। পুলিশরা এরপর লা'শটা ফরেনসিক বিভাগের কাছে পাঠালো। ফরেনসিক রিপোর্টে বোঝা গেল, লা'শের গায়ে কোনো আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায় নি। তবে, লাশের প্যান্টের পকেটে একটা স্টুডেন্ট কার্ড পাওয়া যায়। কোনো একটা কলেজের। তদন্তে থাকা অফিরটি নামটা পড়লো, "রু-রুবেল হাসান"। এরপর, তিনি দ্রুত সেই কলেজের জন্য গাড়ি বের করতে বললেন; তবে, তখনই একজন

কনস্টেবল আসলো দৌড়াতে-দৌড়াতে। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, অসম্ভব ভয় পেয়েছে সে। সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "স্যার, একটা ইমেইল এসেছে!"

অফিসার বললেন, "ইমেইল এসেছে তো আমি কি করবো?"
"কিন্তু, স্যার একবার ইমেইলটা পড়ুন। তারপর, বুঝতে পারবেন, কেন আমি দৌড়াতে-দৌড়াতে আসলাম।"
"কই, দেখি তোমার ইমেইল।"
ইমেইলটা দেখে অফিসার-ও চমকে উঠলো। ইমেইলটিতে লেখা ছিলো—

"এই মা/র্ডা/রের কেসটা নিয়ে বেশি নাক গ'লাবেন না। যাকে মা/র্ডা/র করা হয়েছে, সে একজন ক্রি'মিনাল। হয়তো কোনো রেকর্ড নেই, তবে সে একজন ক্রি'মিনাল। যদি কেউ নাক গ'লায়,

তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে।"

পুলিশ অফিসার, কনস্টেবল বলল, "এই ইমেইলটা কোথা থেকে এসেছে, Track করতে পেরেছো নাকি?"
"না স্যার। Track করা সম্ভব হয় নি।"
"কেন?"
"ইমেইলটা proxy ইউজ করে সেন্ড করা হয়েছিল। যার ফলে, একেক জায়গার লোকেশন দেখানো হচ্ছে।"
"Oh God!"

এদিকে রিশাদ যাচ্ছে এবার সোহানের বাড়ি। সোহান অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিল রুবেলের নিউজটা টিভিতে দেখে। এবার, তাহলে কি তার পালা? — এই ভয়ে সোহান তার ব্যাগপত্র গুছিয়ে নেয়, অন্য শহরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু, তখনই দরজায় কেউ নক করলো। সে

একবার ঢোক গিলে দরজার দিকে আগালো। ভয়ে তার শিরদাঁড়া থেকে ঘাম পরতে লাগলো। কিন্তু, তখনই সে শুনলো—"স্যার, একটা পার্সেল আছে।"

সোহান যেন খাপ ছেড়ে বাঁচলো। সোহান এবার দ্রুত দরজা খুলতে উদ্ভুদ্ধ হলো। যখন সোহান দরজা খুলল, তখনই কেউ একজন তার মুখে ক্লোরোফর্ম মাখা রুমাল চেপে তাকে অ'জ্ঞান করে দিলো। আসলে, এটা ছিল রিশাদ। সে একটি স্পিকারে আগেই ব্লুটুথ কানেক্ট করে, একজন ডেলিভারি বয়ের একটা রেকর্ডিং শোনালো। সোহান যেই এলাকাতে থাকে, তার আশেপাশে মানুষ নেই বললে চলে। সন্ধ্যায় তো রাস্তাঘাটে মানুষ-ই পাওয়া যায় না। তাই তার সুবিধা হলো, সোহানকে গাড়িতে তোলানোর জন্য। এরপর রিশাদ, সোহানকে

গাড়িতে তুলে নিয়ে কোথায় যেতে থাকে।

এদিকে পুলিশ চলে যায় রুবেলের কলেজে। সেখানে গিয়ে রুবেলের সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। পুলিশও কিছুটা অবাক হলো। "কেন তার সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশন নেই?" এটা প্রশ্ন করতেই কলেজের Dean বললেন, "অফিসার, আপনি যেই স্টুডেন্টের সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন, আমি তার সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে পারবো না। কারণ, সেই স্টুডেন্টের পরিবারের অনেক পাওয়ার। তাকে কলেজে ভর্তি না করলে নাকি, এই কলেজ তারা বন্ধ করে দিবে। আমি একজনের জন্য এতগুলো স্টুডেন্টের ক্ষতি করতে চাইনি, তাই তাকে কলেজের ভর্তি করেছিলাম।" এরপর, আর কোনো কথা না বাড়িয়ে

অফিসার পুলিশ স্টেশনে চলে আসলো। সে তার কনস্টেবল'কে বলল, "বুঝেছো শফিক, এই কেসটার কোনো সুরাহা পাচ্ছি না। কেউই মুখ খুলতে রাজি নয়।"

৬.
(অন্তিম)

(**Warning:** এই পর্বের বেশিরভাগ অংশে ভায়ো’লেন্স হবে। হৃদয়বিদারক-ও হতে পারে। তাই যাদের দূর্বল হৃদয়, তাঁরা এটা থেকে বিরত থাকুন।)

এদিকে সোহানের জ্ঞান ফিরলো অনেকক্ষণ পর। চোখ খুলে দেখলো সে একটা নোং'রা বাড়িতে ও তার সামনে রিশাদ একটা চেয়ারে বসে আছে। তার হাত-পা বাঁ'ধা অবস্থায় ছিল। আজও

রিশাদের পরেছে সেই র'ক্তাক্ত ফরমাল ড্রেস। সোহানের চোখ খুলতেই রিশাদ বলল, "এই দেখ! এই দেখ!! এই ড্রেস পরে তোর মেজ-ভাইকে মে'রেছিলাম। দেখ! দেখ!! দেখ!!!" এরপর, রিশাদ একটা বিকট হাসি দিলো এবং বলল, "আজ তোকে জবাই করবো? না না না, আজ তোকে ভাজবো।" এরপর, সোহানকে রিশাদ ধস্তা'ধস্তি করে একটা বড় পাত্রের সামনে রাখলো এবং কানে কানে বলল, "যা তুই ভেজে যা! দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, একটা কথা শুনে নে—আমি একটু বুড়ো হয়েছি বলে তোরা আমাকে হালকা মনে করেছিলি। এটাই তোদের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। Good Bye!" সেই পাত্রে ছিল সালফিউরিক এ'সিড।

সে সাথে সাথে তাকে সেই পাত্রে ফেলে দেয়। সোহান সেখানে কাতা'রাতে থাকে

ও চিৎকার দিতে থাকে। তার শরীরের মাংস ঝ'লসে যায়। এক পর্যায়ে তার চিৎকার বন্ধ হয়ে যায়। তার মৃ'ত্যু হয়। এরপর, রিশাদ কি একটা যন্ত্রের সাহায্যে রিশাদের লাশটা উঠায় এসিড থেকে। তার শরীরের হাড়ের কিছু অংশ আছে। রিশাদ তার শরীরের বাকি অংশ অন্য পাশে জোরে ছুড়ে ফেলে দেয় সেই যন্ত্রের সাহায্যে। এরপর, রিশাদ সেই জায়গা থেকে চলে যায়। সে গাড়িতে বসে সাইফুলকে (রিশাদের ইনফরমার) ফোন করে। রিশাদ সাইফুলকে কল করে এই জন্য যে—এখন জিহাদ যেকোনোভাবে বা কোনো খবরের মাধ্যমে তার ভাইয়ের মৃ'ত্যুর সংবাদ জানতে পারবে ও এই শহর থেকে পালানোর চেষ্টা করবে।

তাই সাইফুলের মাধ্যমে সে, জিহাদ

বর্তমানে কোথায় আছে তা জানতে চায়। আজকেই ওকে শে/ষ করতে হবে। এই জন্য রিশাদ সাইফুলকে কল করলো। সাইফুল ছিল একটা ছোট্ট বাজারের মতো জায়গায়। সে সেখানে একটি টংয়ের দোকানে বসে চা পান করছিল। সাথে সাথে তার ফোনে রিশাদের কল আসলো। সে রিসিভ করে বলল,
"আসসালামু আলাইকুম স্যার।"
"ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাইফুল একটা কাজ আছে।"
"জি স্যার। বলেন, কি কাজ?"
"জিহাদ এখন কোথায়, জানিস?"
"স্যার এখন কিভাবে বলবো, বলেন?"

তখনই সাইফল, জিহাদকে বাজারের একটা দোকান থেকে বেরোতে দেখলো। সে সাথে সাথে রিশাদকে বলল, "স্যার!"
"কি হয়েছে?"

"স্যার, জিহাদ আমার সামনে।"
"কোথায়?"
"..... বাজারটা আছে না, ওখানে।"
"আপনি গাড়িটা বাজারের পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে আনুন। ও সেখান দিয়ে যাচ্ছে। ওকে মুখোমুখি ধরবো। বাজারের মধ্যে ধরলে সমস্যা হবে। এখন রাত স্যার, তাই ওখানের রাস্তা শুনশান থাকে।"
"ঠিক আছে। তুই ওকে ফলো কর।"
এরপর, রিশাদ দ্রুত গাড়ি নিয়ে বাজারের পিছনের দিকে যাচ্ছে। সাইফুল-ও, জিহাদকে ফলো করছে।

জিহাদ কিছু দূর যেতেই, তার মুখোমুখি আসলো রিশাদের গাড়ি। হেড লাইটের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সাইফুল পিছন থেকে জিহাদের মুখে ক্লোরোফর্ম মাখা রুমাল তার মুখো চে'পে ধরলো। জিহাদ সাথে সাথে অ'জ্ঞান হয়ে

পরলো। এরপর, রিশাদ গাড়ি থেকে নামলো। তারপর, রিশাদ আর সাইফুল, জিহাদকে গাড়িতে ওঠালো। এরপর রিশাদ, সাইফুলের কাছে আসলো। এসে সে মোবাইলে কি একটা করলো। এরপর, সাইফুলের মোবাইলে একটা মেসেজ গেল। জিহাদ, সাইফুলকে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েছে।

সাইফুল অবাক হয়ে বলল, "স্যার, এটা?"
"তুই আমার জন্য অনেক অনেক কাজ করেছিস। তাই, এটা তোর জন্য। তুই আমাকে আবার কবে দেখতে পাবি, সেটা কে জানে?"
"কেন স্যার? আপনি কি এখানে আর থাকবেন না?"
"জানি না রে। তবে, তোর কোনো সময় কোনো সমস্যা হলে বা সাহায্য লাগলে

আমাকে ফোন করিস।"
"স্যার, আমি সবসময় আপনার গোলাম হয়ে থাকবো। স্যার আপনার পাশে সবসময় এই সাইফুল আছে স্যার। কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন।"

এরপর, রিশাদ দ্রুত গতিতে গাড়ি নিয়ে চলল শহরের একটি বিল্ডিংয়ে। বিল্ডিংটা ৬ তলা উঁচু। বিল্ডিংটার ৬ষ্ট তলা টি ছিল সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। কারণ, আগে সেখানে একটা অফিস ছিল। কিন্তু, কয়েকমাস আগে সেখানে কোনো একটা কারণে আ'গুন লেগেছিল। তারপর থেকে ৬ষ্ঠ তলাটা পরিত্যক্ত। রিশাদ, জিহাদকে সেই ৬ ষ্ঠ তলায় নিয়ে গেল।

প্রায় ৩০ মিনির পর, জিহাদের জ্ঞান

ফিরলো। সে পুরো ন/গ্ন অবস্থায় ছিল। ও তার হাত-পা-মুখ বাঁ'ধা ছিল। সে পাশে দেখলো রিশাদ একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির পানিতে রিশাদের চোখ-মুখ ভিজছিল। তবুও তার মুখে অদ্ভুত হাসি। জিহাদ ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করছিল। আর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করছিল। রিশাদ এবার তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "কি অবস্থা, মি. জিহাদ? আমার খাতিরদারি ভালো লাগছে।"

জিহাদ আরও ছটফট করতে লাগলো। তাই রিশাদ বলল, "আহারে। শাহেবের কষ্ট হচ্ছে। দাঁড়াও মুখটা খুলে দেই।" জিহাদের মুখ খুলতেই জিহাদ গা*লি*গা*লাজ করতে থাকে। এটা শুনে রিশাদ বলল, "যত যাই বল, তোর একটা

আওয়াজ কেউ শুনবে না। কারণ, বিল্ডিংয়ের এই জায়গাটা পুরো সাউন্ডপ্রুফ।"
"শা*লা ****, তুই আমার কিচ্ছু করতে পারবি না। তোর মতো ১০০ টা রিশাদ আমার পকেটে ঘোরে। ওরা তোকে খুঁজে ২ মিনিটে তোকে উ'পরে পা/ঠিয়ে দিবে।"
"আমিও তো রিশাদ। আমি কেন তোর পকেটে নেই জানিস? কারণ বাকিরা যারা আছে, তারা নকল। আর আমি হচ্ছি আসল। ওই ১০০ টা রিশাদ যদি আমার কাছে আসে না, ওদের আমি... বেশিক্ষণ না ৩ মিনিটেই উ'ড়িয়ে দিবো। তোরা আমাকে খুব সস্তা মনে করেছিল। আমাকে তোরা বুড়ো মনে করেছিলি। তবে আমি হচ্ছি আগ্নেয়গিরির আগুন। যাকে তোর underestimate করে ভুল করেছিলি। তোরা মনে করেছিলি কি?

এই অ'পরাধটা করে তোরা পার পেয়ে যাবি? তবে, মনে রাখিস একজন ধ/র্ষ/ক কিংবা একজন অপ'রাধীর শা'স্তি একটাই—তা হলো মৃ'ত্যু।" এরপর, রিশাদ জিহাদের পুরু/ষাঙ্গে এ'সিড ঢে'লে দেয়। জিহাদ যন্ত্র'ণায় জোরে জোরে চিৎকার দিতে থাকে। কিন্তু, রিশাদ জোড়ে জোড়ে হাসতে থাকে।

এদিকে বাহিরে মেঘ গর্জন দিতে থাকে। রিশাদের মনে হলো, সামিয়া প্রকৃতি মধ্য থেকে তার প্রতি'শোধের খেলা দেখে আনন্দ পাচ্ছে। এরপর, রিশাদ পাশে পরে থাকা chainsaw টা অন করলো। যেটা দিয়ে সে পূর্বে রুবেলকে মে'রেছিল। সেটাতে এখনো র'ক্ত লেগেছিল। সে chaisaw দিয়ে জিহাদের পুরু/ষাঙ্গ গোড়া থেকে কে*টে দিল।

জিহাদ যন্ত্র'ণায় কাতরাতে লাগলো। রিশাদ মনে হয় একজন হিংস্র প*শু হয়ে গেছে। সে একটা ভয়ংকর হাসি দিতে লাগলো। সে এরপর বলল, "জানিস? আমি অনেকদিন ধরে এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম। আজ আমি খুবই খুশি। যা, এই যন্ত্র'ণা থেকে এখনই মুক্তি দিচ্ছি।"

এরপর, রিশাদ chaisaw টা আবার অন করে সেটা জিহাদের গ'লার উপর চ!লালো। তার গলা থেকে মাথা অ'র্ধেক হয়ে গেল। তৎক্ষনাৎ, তার মৃ'ত্যু হলো। রিশাদ এরপর, জিহাদের লা'শটা নিয়ে চলে গেল ছাদের কোণায়। নিচে দেখলো, অনেক লোক চলাচল করছিল। যখন নিচের জায়গাটা কিছুটা ফাঁকা হলো, তখন রিশাদ সেই লা'শটা নিচে ফেলে দিলো ও সাথে একটি

পলিথিনে ঐ কা*টা মা'থা ও পুরু/ষাঙ্গ ছিল। লা'শটা দেখে, সেখানে থাকা সব মানুষ প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায়। লা'শের বুকে একটা লেমিনেশন করা কাগজে ঝোলানো। সেটায় লেখা, "ধ/র্ষ/কদের শা'স্তির একটি দৃষ্টান্ত।"

এরপর, রিশাদ আস্তে আস্তে হেঁটে-হেঁটে বিল্ডিংয়ে যেতে লাগলো। সে এবার আকাশের দিকে তাকিয়ে, সামিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, "সামিয়া, তুই কি খুশি হয়েছিস?"
তারপর, মেঘ গর্জে উঠলো। রিশাদের মনে হলো, সামিয়া খুশি হয়েছে। এরপর, রিশাদ কাঁদতে থাকে। তার চোখের অশ্রু বৃষ্টির পানির সাথে মিশে গড়াচ্ছিল। এটা কি খুশির কান্না? তৃপ্তির কান্না? প্রতিশোধ পূরণের কান্না? কিংবা সামিয়াকে হা'রানোর কান্না?—সেটা

জানে না রিশাদ। সে কাঁদতে কাঁদতে কোথাও একটা চলে যায়।

(সমাপ্ত)

গল্পটি পড়ার পর, আপনার মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছে নিশ্চয়ই? সেই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর নিচে দেওয়া হলো:-

• প্রশ্ন ১: কলেজের Dean কেন শুধু রুবেলের কথা বলল? জিহাদ ও সোহান যে তাদের ভাই, সেটা বলল না কেন?

উত্তর: ওরা ৩ জন এক এক করে, কিছু দিন পর পর কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তাই কলেজের Dean জানতো না যে, ওরা ৩ জন ভাই এবং সেটার পরিচয়-ও দেওয়া হয় নি।

• প্রশ্ন ২: কলেজের Dean

বলেছিল—রুবেল একটা হাই ক্লাস ফ্যামিলি থেকে belong করে। জিহাদ ও সোহান-ও তো তাদের ভাই। তাহলে তারাও তো তাহলে হাই ক্লাস ফ্যামিলির হবে। এটা কি সত্য?

উত্তর: হ্যাঁ। এটা সত্য।

- প্রশ্ন ৩: সামিয়ার মা/র্ডা/রটা কি pre - plan, নাকি রিশাদের ওপর ক্ষোভ থেকে প্র'তিশোধ নেওয়া?

উত্তর: সামিয়ার মা/র্ডা/রটা pre - plan। কেন? সেটার উত্তর একটু পরে দিচ্ছি।

- প্রশ্ন ৪ : জিহাদ,রুবেল,সোহান-রা কেন

কলেজের বাহিরে সবার সামনে নিজেদের ভাই হিসেবে পরিচয় দিতো?

উত্তর: কারণ, সামিয়ার মা/র্ডা/রটা যেহেতু pre - plan এবং সেটা যে ওরা ৩জন করেছে, তা না জানানোর জন্য। এছাড়া, কলেজের কোনো স্টুডেন্ট ওদের পরিচয় দিতো না। কারণ, স্টুডেন্টরা ওদের প্রচুর ভয় পেত।

- প্রশ্ন ৫: জিহাদ,রুবেল ও সোহানের পরিবারের পরিচয় কি? এবং এই মা/র্ডা/রের পিছনে কি অন্য কারোর হাত আছে?

উত্তর: সেই প্রশ্নের উত্তর, ৭ নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া আছে।

- প্রশ্ন ৬: ঐ ঘটনার পর, ওরা ৩ জন আলাদা-আলাদা জায়গায় থাকত কেন?

উত্তর: যাতে একজন ফাঁসলেও, আরেকজন না ফাঁসে।

এবার, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো এটাই, যে:-

- প্রশ্ন ৭: সেদিন রুবেলকে কি'ডন্যাপ করার সময়, রিশাদ একটি ছি দেখে মুচকি হেসেছিল। সেই ছবিটা কার ও রিশাদ কেনই বা হাসলো?

উত্তর: সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে, "আদৌ কি গল্প শেষ?" — অংশটি পড়ুন।

আদৌ কি গল্প শেষ?

প্রশান্ত মহাসাগর। চারিদিকে শুধু নীল রংয়ের জল আর জল। সেই মহাসাগরের একটি পরিত্যক্ত দ্বীপের সমুদ্রের পারে, একজন লোক Sun Lounger এর উপর শুয়ে-শুয়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখছেন। পিছনে তার বডিগার্ড দাঁড়িয়ে আছে। পাশে একজন শেফ Chicken BBQ বানানোর জন্য মুরগির মাংস কা'টছেন চা/পা/তি দিয়ে।

Sun Lounger এ শুয়ে থাকা লোকটির নাম "রাকিব খান (৪১)।" তিনি একজন ড্রা'গ ডিলার ও একজন ক্রি/মিনাল। হঠাৎ, সেই দ্বীপে একটি হেলিকপ্টার আসলো। হেলিকপ্টারটি রাকিব খানের

কিছুটা দূরে গিয়ে ল্যান্ড করলো। হেলিকপ্টার থেকে রাকিব খানের দলের কিছু লোক, একজন লোককে ধরে নিয়ে এসেছে। দলের প্রধান বলে উঠলো, "বস, এ আপনার ১২ কেজি ড্রা'গ চু'রি করার চেষ্টা করেছিল। আমরা বহু কষ্ট একে ধরেছি। বস, আপনি-ই একে শা'স্তি দিন।" লোকটিকে হাঁটু গেঁড়ে বসানো হলো। রাকিব খান, শেফের কাছ থেকে চা/পা/তিটা নিলো।

চা/পা/তিটা দেখে লোকটি ভয়ে হাত জোর করে বলল, "স্যার, আমাকে এবারের মতো ছেড়ে দিন। আর কোনোদিনও আপনার মাঝে আসবো না।"
চা/পা/তিটা নিয়ে রাকিব খান, লোকটার গ'লায় ধ'রলো। তখনই তার বডিগার্ডের কাছে একটা কল আসলো।

বডিগার্ড, রাকিব খানকে ফোন দিয়ে বলল, "স্যার, কেউ একজন আপনাকে কিছু বলতে চায়।" রাকিব খান ফোনটা নিয়ে কানে দিয়ে "হ্যালো?" বলল। ফোনের অপর প্রান্তে থাকা লোকটি কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলল, "স্যার, আপনার ৩ জন ভাইকে রিশাদ মে'রেফেলেছে। যেভাবে মে'রেছে সেটা দেখার মতো না। আপনার সবচেয়ে ছোট ভাইকে পেতেই আমাদের অনেকদিন সময় লেগেছিল। কারণ, তার শরীর এ'সিডে পু'ড়িয়ে না দেখার মতো অবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল।"

ফোনটা কিছুক্ষণ পর কেটে দিলো রাকিব খান। ফোনটা তার হাত থেকে পড়ে গেল। তার চোখ থেকে অশ্রু পরতে লাগলো। এরপর, সে রাগে আর কষ্টে একটা জোরে চিৎকার দিলো আকাশের

দিকে তাকিয়ে। সাথে-সাথেই রাকিব খান তার হাতে থাকা চা/পা/তিটা দিয়ে কো/পাতে লাগলো হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকা লোকটিকে, তার রাগ ঝাড়ার জন্য। সে কো/পাতেই আছে কো/পাতেই আছে। অনেক র'ক্তপাত হলো চারিদিকে। রাকিব খানের চোখে-মুখে, চারিদিকে শুধু র'ক্তের ছিটা। অনেকক্ষণ কো/পানোর শান্ত হলো রাকিব খান। যেই লোকটিকে কো/পানো হলো, তাকে দেখার মতো কোনো অবস্থা নেই।

এরপর, Sun Lounger এর পাশে বসলো রাকিব খান। এতোক্ষণ কো/পানোর পর হাঁপিয়ে গেছেন ও দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন অনবরত। তার চোখে-মুখে র'ক্তের দাগ আর দীর্ঘশ্বাস দেখে মনে হচ্ছে, কোনো হিং'স্র প'শু তার শি'কারকে খু'বলে খু'বলে খাওয়ার

পর শান্ত হচ্ছে। এরপর, তিনি হি হি করে হাসতে লাগলেন। বললেন, "রিশাদ হোসেন! পুরানো শ'ত্রুতা আবার তাজা করতে হবে। আসছি আমি!" এরপর, হা হা করে হেসে উঠলেন রাকিব খান।

আপনাদের কি মনে আছে? রুবেলকে কিডন্যাপ করার সময়, রুবেলের বাসায় রিশাদ একটা ছবি দেখে হেসেছিল। সেই ছবিটা ছিলো—রাকিব খান,জিহাদ,রুবেল আর সোহানের একসাথে তোলা ছবি। জিহাদরা আসলে ৩ ভাই নয়, ৪ ভাই। রিশাদ আর রাকিব খান এর ১০ বছরের শ'ত্রুতা। কেন? কি হয়েছিল তাদের মাঝে? রাকিব খান কি তার ভাইদের মৃ'ত্যুর প্রতিশোধ নিবে?

!! এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আসছে, **রিভেঞ্জ ফর মাই সিস্টার** 'এর ২য় ও

শেষ কিস্তি— "রিভেঞ্জ ফর মাই সিস্টার ২"